দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 21 JUN 2010 ... পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ২ ...

প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষাখাত

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন আর রূপকল্প ২০২১কে সামনে রেখে একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়কে গুরুত্ব দিয়ে গত ১০ জুন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত জাতীয় সংসদে ২০১০-১১ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করেছেন। বরাবরের মত আর্থিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এ বাজেটে। প্রস্তাবিত বাজেটে আগামী অর্থ বছর শিক্ষার জন্য ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ১৭ হাজার ৯৫৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে শিক্ষার জন্য ৯ হাজার ৮৮৫ কোটি টাকা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ৮ হাজার ৭৩.৯৫ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরের তুলনায় এ দুটি খাতে যথাক্রমে ১০ ও ১৮ শতাংশ বেড়েছে। তার পরেও সংসদের ভেতরে বাইরে বাজেট নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

মহাজোট সরকারের দ্বিতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতের ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করছেন, এমনই প্রশ্ন করা হয়েছিল বাংলাদেশের কয়েক জন শিক্ষাবিদের কাছে। বাজেট নিয়ে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ ও জুয়েল মাহমুদ

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, ইউজিসি

শিক্ষাখাতে যে বাজেট বরাদ্দ তা অন্যান্য খাতের চেয়ে অনেক বেশী। তবে তা যথাযথ উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। সে জন্য আমাদের দাবী শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ যেন আরও বাড়ানো হয়। এখন সার্বিকভাবে হয়তো ১২% বা ১৩% হয়েছে শিক্ষাখাতে কিন্তু এর চাহিদা প্রায় ২০% ধরা হয়। তবে গত বছরের তুলনায় অনেক বেশী বাড়ানো হয়েছে। সার্বিকভাবে শিক্ষাখাতে জিডিপির যে পরিমাণ বরাদ্দের জন্য নির্দেশিত, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ তার থেকে অনেক কম। বাংলাদেশে এই বরাদ্দের পরিমাণ হবে হয়তো জিডিপির ২ শতাংশ, আমাদের পাশের দেশে এটা ৪ শতাংশের উপরে। আমি মনে করি আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য এই বরাদ্দ ৮/১০ ভাগ হলে ভাল হতো, অন্তত ৬ তো হওয়া উচিত। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই হার তো খুবই কম, মাত্র ০.২%, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমাদের যা প্রয়োজন তা সরকার দিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে রেভিনিউ বাজেট তা শিক্ষক, কর্মচারীদের বেতনভাতা দিতেই খরচ হয়ে যায়। গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে বরাদ্দ খুবই কম থাকে। তবে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই খাতে বরাদ্দ একটু বেড়েছে। যেমন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণার জন্য ৩ কোটি টাকা দিচ্ছে যা আগে ২ কোটি টাকার উর্ধ্বে ছিল না।

অধ্যাপক আ আ স ম আরেফিন সিদ্দিক
ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এবারের বাজেটে শিক্ষাখাতে সরকারের হিসাবে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তবে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে এই বরাদ্দে আমরা সন্তুষ্ট না হলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক ভাল হয়েছে বলে মনে করি। আমরা আশা করি যে, সরকার বাজেট অনুমোদন করার আগে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করবেন। সরকারের কাছে আমাদের দাবী শিক্ষাখাতে ব্যয়টা যেন সুষ্ঠুভাবে হয়, কোন ধরনের কোন অনিয়ম বা অপচয় যেন না হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে শিক্ষাখাতের ব্যয় বাড়ানোর অর্থ শুধুমাত্র শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া নয় বরং সকল ক্ষেত্রে যেন এর একটা আউটপুট পাওয়া যায়। এসব বিষয় বিবেচনা করে শিক্ষাখাতে আরও ব্যয় বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। আমরা অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে পিছিয়ে পড়ার কারণ যদি অনুসন্ধান করি তাহলে প্রথমেই দেখতে পাব যে কারণটি, আর তা হল আমরা এখনো আমাদের সমস্ত নাগরিকের জন্য মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারিনি। যদি তাদের জন্য মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেত তাহলে আমাদের দেশের অবস্থা এমন হত না। এসব বিষয় বিবেচনা করেই শিক্ষাখাতে আরও ব্যয় বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য যে সময়সীমা দেয়া হয়েছে এবং সে হিসাবে বাজেটে বরাদ্দ এসেছে কিন্তু আমি মনে করি প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আরও বাজেট বৃদ্ধি করে সময়সীমা কমিয়ে আনা প্রয়োজন। কারণ সার্বিক শিক্ষার উন্নয়ন নির্ভর করে প্রাথমিক শিক্ষার উপর। শিক্ষাখাতের বরাদ্দের মূল ফোকাসটি অবশ্যই হতে হবে প্রাইমারী শিক্ষার উপর। সেই সাথে কারিগরি শিক্ষার জন্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। কারণ এখাতে সরকার যা ব্যয় করবে তার বহুগুণ আউটপুট আসবে। যেমন আমাদের পাশের দেশ ভারতে যখন আইআইটি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং নেহেরু সাহেব যখন কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দিলেন তখন ভারতের অবস্থা আমাদের মতই ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারত আমাদের থেকে অনেক উন্নত। তাই আমি বলতে চাই শিক্ষাখাতে যে ব্যয় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সেটা যথেষ্ট নয়। তাই শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন এবং শিক্ষা গবেষণার জন্য বর্তমান বাজেটে বরাদ্দ আরও বাড়াতে হবে বলে আমি মনে করি।

অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ
অর্থনীতিবিদ

শিক্ষাখাতে বর্তমান বাজেটে উল্লেখ করার মত কিছু নেই। বর্তমান সরকার ঘোষিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন করতে হলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে হবে। আর প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে হলে তো বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ থাকতে হবে। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে সেরকম কোন দিক নির্দেশনা আমরা পাই নাই। শিক্ষা প্রদান যে রাষ্ট্রের একটা প্রধান দায়িত্ব, সেই দৃষ্টিভঙ্গিই এখনো সরকারের হয়নি বরং ক্রমান্বয়ে এটা বাণিজ্যিকিকরণের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা চলছে প্রায় দুই দশক ধরে। সেই ধারাবাহিকতার কোনো ছেদ ঘটেনি এ বাজেটে। সুতরাং শিক্ষাখাতে আমি নতুন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যদিও শিক্ষানীতিটি হওয়ায় অনেকেই আশাবাদী হয়েছিলেন, কিন্তু আশাবাদী হওয়ার মত কিছু এ বাজেটে আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে আরও শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রস্তাবিত বাজেটে কোন প্রতিফলনই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের আন্তর্জাতিক যে নিয়ম তাহলো মোট জিডিপির ৭ শতাংশ ব্যয় করা, যেখানে বর্তমান বাজেট প্রস্তাবনায় যা আসছে তাতে ২ ভাগের বেশী কোনোভাবেই হবে না। তাই আমি মনে করি এই বরাদ্দ দিয়ে প্রাইমারী স্কুলে সরকার যে শতভাগ সাফল্যের আশা করে তা কোনদিনই পূরণ হবে না।

অধ্যাপক এবিএম ওবায়দুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক, ঢাবি শিক্ষক সমিতি

শিক্ষাখাতে যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা মোট বাজেটের ১৩.২ শতাংশ। এই বাজেটে খোদ শিক্ষামন্ত্রীই অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন যে, এই বরাদ্দ শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। শিক্ষামন্ত্রী নিজেই যদি সন্তুষ্ট না হন তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই। বর্তমান সরকার যে শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে তা বাস্তবায়নে যে পরিমাণ টাকার দরকার তা এই বাজেটে নেই। আমি মনে করি